থান কুনওয়ার

বনাম

হরিয়ানা রাজ্য

(২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৭২)

০২ মার্চ, ২০২০

[অশোক ভূষণ এবং কে.এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

নর্কোটিক ড্রাগস এবং সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ – ধারা ৫০ – ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ধারা ৫০ এর প্রযোজ্যতা – এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এবং অন্য এক অভিযুক্ত, যাদের হাতে একটি ব্যাগ ছিল, পুলিশ দলের দ্বারা থামানো হয়। ব্যাগ থেকে ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়। নিম্ন আদালত আবেদনকারীকে ধারা ১৮-এ দোষী সাব্যস্ত করে, যা ধারা ৫০ এর অধিকারী না হওয়া, ডিএসপি-গেজেটেড কর্মকর্তা, যার উপস্থিতিতে অনুসন্ধানটি পরিচালিত হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই সময় অন্য একটি মামলায় উপস্থিত ছিল, ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম মাদকদ্রব্য আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি এবং কোন স্বাধীন সাক্ষীকে প্রসিকিউশনে যুক্ত করা হয়নি, এই যুক্তির ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছিল যে, এটি এমন একটি মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারটি ব্যাগ থেকে করা হয়েছিল, এবং আইনে এটি স্পষ্ট যে, এমন ক্ষেত্রে অ্যাক্টের ধারা ৫০ এর অনুসরণ প্রয়োজন নয়। মাদকদ্রব্যের অনুপস্থিতির বিষয়ে যুক্তি আদালতটি বিচারে উপস্থাপন করা হয়নি, তবে এটি উচ্চ আদালতে আনা হয়েছিল। মাদকদ্রব্যের নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং সিল ভাঙার কোন যুক্তি ছিল না। নিম্ন আদালত প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্যর উপর আস্থা রেখেছিল। সুতরাং, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া রায়টি বাতিল করার জন্য কোন যুক্তি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, যদিও ডিএসপি-এর উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, পিডব্লিউ৭ দ্বারা ডাকবার পর, অন্য মামলায় ডিএসপি-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং মাদকদ্রব্য ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়ার কারণে, এবং বালজিন্দর সিং-এর রায়ের ভিত্তিতে, আবেদনকারীর মামলা খারিজ করা হয়।

আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে, আদালত

বলেছে ঃ এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে কিছু উদ্ধার করা হয়েছিল। যে ব্যাগ থেকে উদ্ধার কার্যকর করা হয়েছিল যার জন্য এটি আইনের ৫০ ধারা মেনে চলার প্রয়োজন নেই বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ট্রায়াল কোর্টের রায়ে মনে হয় না যে আপিলকারী ট্রায়াল কোর্টের সামনে নিষিদ্ধ দ্রব্য উপস্থাপন না করার বিষয়ে যুক্তি নিয়েছিলেন। এই যুক্তিটি হাইকোর্টের সামনে নেওয়া হয়েছিল। এটি এমন একটি মামলা যেখানে নমুনাটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। সিলের সাথে কারচুপি সম্পর্কিত কোনও যুক্তি নেই। যদিও ডিএসপি উপস্থিত ছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়, অন্য মামলায় ডিএসপি-র সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিডব্লিউ ৭ দ্বারা ডাকা হয়েছিল, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যাগটি অনুসন্ধানের পরে নিষিদ্ধ জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল, আপিলকারীর যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা নেই। [অনুচ্ছেদ ২১,৩০,৩৪] [১০৯৮-জি-এইচ; ১১০৪-ই-এফ; ১১০৫-ই]

অশোক ওরফে ডাংরা জয়সওয়াল বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য(২০১১) ৫৩ এস. সি. সি ১২৩: [২০১১] ৪ এস. সি. আর ২৫৩-বিশিষ্ট।

পঞ্জাব রাজ্য বনাম বলজিন্দর সিং এবং আরেকজন(২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৪৭৩-এর উপর নির্ভরশীল।

জিতেন্দ্র এবং আরেকজন বনাম এম.পি. রাজ্য(২০০৪) ১০ এসসিসি ৫৬২: [২০০৩] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৯১৮; *গোরখনাথ প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য*(২০১৮) ২ এসসিসি ৩০৫;*রাজস্থান রাজ্য বনাম সাহি রাম*(২০১৯) ১০ এসসিসি ৬৪৯; *দিলীপ এবং আরেকজন বনাম এম.পি. রাজ্য* (২০০৭) ১ এসসিসি ৪৫০: [২০০৬] ৯ সম্পূরক. এসসিআর ৩৯০;*এসকে. রাজু ওরফে আব্দুল হক ওরফে জগ্গা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য*(২০১৮) ৯ এসসিসি ৭০৮: [২০১৮] ১০ এসসিআর ৭৩১; *বিজয় জৈন বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য*(২০১৩) ১৪ এসসিসি ৫২৭:৪ এসসিআর ২৯৩; *মহিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য*(২০১৮) ১৮ এসসিসি ৫৪০: [২০১৮] ১০ এসসিআর ৯১০-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০৩] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৯১৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(২০১৮) ২ এস. সি. সি ৩০৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৬৪৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫

[২০০৬] ৯ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৯০	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৬**
(২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৪৭৩	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৭**
[২০১৮] ১০ এস. সি. আর ৭৩১	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৭**
[২০১৩] ৪ এস. সি. আর ২৯৩	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ২৫**
[২০১৮] ১০ এস. সি. আর ৯১০	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ২৫**
[২০১১] ৪ এস. সি. আর ২৫৩	**বিশিষ্ট**	**অনুচ্ছেদ ২৩**

ফৌজদারি আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৭২।

২০০৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১১৩-এসবি-তে চণ্ডীগড়ের পুঞ্জ আব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১৮.০৮.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

উদয় গুপ্ত, হীরেন দাসান, চাঁদ কুরেশি, হেমন্ত কুশওয়াহা, আশীষ গুপ্ত, শ্রীমতী সরলা চন্দ্র, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

শেখর রাজ শর্মা, ডঃ মনিকা গুসেইন, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন **কে.এম. জোসেফ, বিচারপতি**

১. আপিলকারীকে ট্রায়াল কোর্টের সামনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল নং এবং হাইকোর্টের সামনে আপিলকারী, যা বিতর্কিত রায় দ্বারা ট্রায়াল কোর্টের রায়কে নিশ্চিত করে এবং মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ আইন, ১৯৮৫ (এনডিপিএস আইন) এর ১৮ ধারার অধীনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে।

২. সংক্ষেপে বলা যায়, প্রসিকিউশন মামলাটি নিম্নরূপঃ

১০.০৪.২০০৪ তারিখে, এএসআই-পিডব্লিউ৭ এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তারা আবেদনকারী এবং আরেকজন অভিযুক্তকে হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে ৮, মার্লা কলোনী থেকে আসতে দেখেন। পুলিশ দলকে দেখে অভিযুক্তরা পিছনে ফিরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। এটি এএসআই-এর মনে সন্দেহ জাগায়। তিনি তাদের আটক করেন। ব্যাগটিতে মাদকদ্রব্য থাকার সন্দেহ করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের জানানো হয়েছিল যে, যদি তারা ইচ্ছা করেন, তাহলে তারা গেজেটেড কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ব্যাগটি তল্লাশি করতে পারেন। আবেদনকারী গেজেটেড অফিসারের দ্বারা তল্লাশির জন্য অনুরোধ করেন। ডিএসপি ঘটনাস্থলে আসেন। তার নির্দেশে তল্লাশি চালানো হয়। ব্যাগটিতে ওজন করে দেখা যায় ৬ কিলোগ্রাম ৩০০ গ্রাম আফিম রয়েছে।

নমুনা নেওয়া হয়েছিল। তারপরে, আনুষ্ঠানিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এফএসএল রিপোর্ট পাওয়ার পরে এবং তদন্ত শেষ করার পরে, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। প্রসিকিউশন ৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে। আপিলকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধমূলক পরিস্থিতি অস্বীকার করেছেন। যেমনটি আগে লক্ষ্য করা গেছে, হাইকোর্ট আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৩. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবীকে শুনেছি।

আপিলের বিষয়বস্তু

৪. প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রী ওম প্রকাশ, ডিএসপি-গেজেটেড কর্মকর্তা (যে ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুসন্ধানটি প্রায়োগিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল), একই সময়ে আরেকটি মামলার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। অন্য কথায়, তিনি এটি জমা দেবেন যে এই মামলার সাথে সম্পর্কিত, তিনি তার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি প্রায় দুপুর ১:৩০ সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। প্রমাণ রয়েছে যে তিনি সেখানে প্রায় দুপুর ৩:০০ পর্যন্ত ছিলেন। তবে, এটি তার সাক্ষ্য দ্বারা খণ্ডিত হয়, যা আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দেখায় যে তিনি সেই একই তারিখে অন্য একটি মামলার সাথে সম্পর্কিত থাকাকালীন দুপুর ১২:৩০ থেকে উপস্থিত ছিলেন এবং দুপুর ২:৩০ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন হলো, কিভাবে একই ব্যক্তি, যার নজরে অনুসন্ধানটি প্রায়োগিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, একই সময়ে দুটি আলাদা স্থানে থাকতে পারেন? এটি সম্পূর্ণ প্রসিকিউশন মামলাটিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়, এই যুক্তির ভিত্তিতে। এটি আরও দাবি করা হয়েছে যে, মাদকদ্রব্য, প্রায় ৬ কিলোগ্রাম ৩০০ গ্রাম, আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। এটি দণ্ডাদেশকে মিথ্যা করে দিয়েছে। এই বিষয়ে, এই আদালতের নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করা হয়েছেঃ

(১) জিতেন্দ্র এবং আরেকজন বনাম এম. পি. রাজ্য১

(২) অশোক ওরফে ডাংরা জয়সওয়াল বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[২] এবং

(৩) গোরখনাথ প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য[৩]।

৫. নিঃসন্দেহে, বিজ্ঞ আইনজীবী রাজস্থান রাজ্য বনাম সাহি রাম[৪] মামলার এই আদালতের রায়ের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এই সত্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে যে যদি প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ দ্রব্য জড়িত থাকে তবে তা উপস্থাপন করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

---

[১](২০০৪) ১০ এসসিসি ৫৬২

[২](২০১১) ৫এসসিসি ১২৩

[৩](২০১৮) ২ এসসিসি ৩০৫

[৪](২০১৯) ১০ এসসিসি ৬৪৯ আর

৬. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীর দ্বারা অনুরোধ করা পরবর্তী যুক্তি হল যে, যদিও, এটি সত্য হতে পারে যে অভিযুক্তের দ্বারা পরিচালিত ব্যাগ অনুসন্ধানের জন্য, আইনের ৫০ ধারার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার প্রয়োজন নাও হতে পারে তবে যদি ১ গুলি ব্যক্তিগত অনুসন্ধানও থাকে, তবে ধারা ৫০ গুলি আকৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে, তিনি *দিলীপ এবং আরেকজন বনাম এম.পি. রাজ্যে*[৫] রিপোর্ট করা দুই বিদ্বান বিচারকের বেঞ্চের রায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতে, এটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

> "১৬. এই ক্ষেত্রে, স্কুটার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ধারা ৫০-এর বিধানগুলি মেনে চলার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে, আবেদনকারীদের ব্যক্তিরও তল্লাশি চালানো হয়েছিল এই বিষয়টি মাথায় রেখে, পিডব্লিউ ১০-এর পক্ষ থেকে উক্ত বিধানগুলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল।

৭. প্রকৃতপক্ষে, যখন আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী উল্লেখ করেছিলেন যে পঞ্জাব রাজ্য বনাম বলজিন্দর সিং এবং আরেকজন[৬] মামলার সিদ্ধান্তে তিনজন বিদ্বান বিচারকের একটি বেঞ্চ উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করেছে, তখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে, তিনজন বিদ্বান বিচারকের একটি বেঞ্চ এসকে রাজু ওরফে আব্দুল হক ওরফে জগ্গা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য[৭] মামলার দুই বিদ্বান বিচারকের বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে এসেছে।

৮. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীর শেষ যুক্তি হল যে প্রসিকিউশন তার মামলার সমর্থনে কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে যুক্ত করেনি। ইলে রায়টি উল্লেখ করে উল্লেখ করেছেন যে সাক্ষী উপলব্ধ ছিল কিন্তু এখনও প্রসিকিউশন মামলার সমর্থনে সরকারী সাক্ষী ছাড়া অন্য কোনও সাক্ষী তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

৯. *এর বিপরীতে*, রাজ্যের বিদ্বান উকিল বলবেন যে, গেজেটেড কর্মকর্তা (ডিএসপি) শ্রী ওম প্রকাশ-এর আগমনের সময় নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঘটনার তারিখ থেকে পরীক্ষার সময় পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অসম্মান করার সময় দেওয়া উচিত নয়। আরও, তিনি বলেন যে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযুক্তের বহন করা ব্যাগের মধ্যে থেকে নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছিল। আসামির ব্যক্তির পরিবর্তে একটি ব্যাগের অনুসন্ধান পরিচালনা করার জন্য, ধারা ৫০ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে মাদকদ্রব্যগুলি

---

[৫](২০০৭) ১ এস. সি. সি ৪৫০

[৬](২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৪৭৩

[৭](২০১৮) ৯ এস. সি. সি ৭০৮

আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি, সেখানে এটি জানানো হয়েছে যে, আইন অনুযায়ী মাদকদ্রব্যগুলি উপস্থাপন করা আবশ্যক নয়। আইনে এমন কোনও বিধান নেই যা তার উপস্থাপনা বাধ্যতামূলক করে। আরও, তিনি উল্লেখ করবেন যে আপিলকারী ট্রায়াল কোর্ট বা হাইকোর্টের সামনে এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি। আইনজীবীর দ্বারা কোনও বিতর্ক উত্থাপিত হয়নি, আসলে, যে নিষিদ্ধ নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়নি। তবে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এফএসএল রিপোর্ট রয়েছে। তিনি কোনও স্বাধীন সাক্ষীকে উপস্থাপন না করার বিষয়ে হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করেন।

১০. আমাদের বিবেচনার জন্য প্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হল আবেদনকারীর এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা আছে কি না যে কোনও স্বাধীন সাক্ষী উপস্থাপন করা হয় না। এই ক্ষেত্রে, পিডব্লিউ-৬-এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা হয়। তাঁর জেরা করার সময়, তিনি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

> এটি একটি ব্যস্ত জায়গা ছিল; লোকেরা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। জনসাধারণের কিছু লোককে ডাকা হয়েছিল কিন্তু তারা অনিচ্ছুক ছিল কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাবরির বাসিন্দা সুনীল, গুলশনকেও তদন্তে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। তারাও তাই করেছিল। তারা প্রায় ১টার দিকে সেখানে ছিল। আমি জানতাম না প্রেম গ্রামের সর্পঞ্চ কিনা। তারা ঘটনাস্থলে প্রায় ৫ মিনিটের জন্য থেমেছিল। কাছের দোকান থেকে কিছু লোককে ডাকা হয়েছিল কিন্তু আমি তাদের দোকানের নাম জানি না।

১১. অতএব, এটি আপিলকারীর মামলা, এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে স্বাধীন সাক্ষীরা তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের সাথে যুক্ত হতে পারত না।

১২. অন্যান্য দিকগুলিও বিবেচনা করার পরে আমরা এটি মোকাবেলা করব। পরবর্তী যে দিকটি হাইলাইট করা হয়েছে, তা হল গেজেটেড অফিসারের সাক্ষ্যে যে অসঙ্গতি সামনে আনা হয়েছে, অর্থাৎ, ডিএসপি যাকে ৫০ ধারার অধীনে অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার পরে এএসআই দ্বারা কথিতভাবে ডাকা হয়েছিল, অভিযুক্ত ৫০ ধারা মেনে চলার দাবি করেছিল এবং একটি টেলিফোন বার্তায় ডিএসপি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল। তার জবানবন্দিতে, এটি সত্য যে গেজেটেড কর্মকর্তা (ডিএসপি) নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পদচ্যুত হয়েছেঃ

> তিনি এএসআই থেকে তাঁর মোবাইল ফোনে একটি টেলিফোন কল পেয়েছিলেন। প্রায় ০১:১০ অপরাহ্ন, তিনি কলটি পেয়েছিলেন। তিনি প্রায় দুপুর ০১:৩০ -এ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন।

> পিডব্লিউ-৭ হিসেবে পরীক্ষিত এএসআই বলেছেন যে আসামী প্রায় ১:০০ পিএম সময় গ্রেফতার হয়েছিল এবং তারা ঘটনাস্থলে প্রায় ৪:৩০ পিএম পর্যন্ত ছিলেন। আইন অনুযায়ী ধারা ৫০ এর অধীনে নোটিশ প্রায় ১:০৫ পিএম সময় দেওয়া হয়েছিল।

প্রায় ১:০৫ পিএম সময় একটি বার্তা ডিএসপিকে টেলিফোনিকভাবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি মনে করতে পারেননি কোন দোকান থেকে টেলিফোন কলটি করা হয়েছিল। ওই সময় ডিএসপি/গেজেটেড কর্মকর্তা অফিসে উপস্থিত ছিলেন। ডিএসপি প্রায় ১:২০ পিএম সময় ঘটনাস্থলে এসেছিলেন এবং ৩:০০ পিএম পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

১৩. আপিলকারীর মামলাটি নিম্নলিখিত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে, যা একই ডিএসপি দ্বারা অন্য একটি মামলায় দেওয়া হয়েছিল, যা ট্রায়াল কোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত মামলায় (অর্থাৎ, রাজ্য বনাম হীরা লাল), তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

১০. ০৪.২০০৪-এ, তিনি ডিএসপি হেড কোয়ার্টার, আর পানিপথ হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় ১২টা বাজে তাঁর অফিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে একটি টেলিফোন কল পেয়েছিলেন যে ৫০ ধারার অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি একজন গেজেটেড অফিসারের সামনে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ৮, মার্লা, পানিপথে রেলওয়ে ক্রসিংয়ের কাছে জাট্টাল রোডে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। প্রাসঙ্গিকতার কী হল, তিনি তাঁর ক্রসসেক্সামিনেশনে বলেছিলেন যে তিনি দুপুর ০২:৩০ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছিলেন। তিনি প্রায় দুপুর ১২:২০ -এ ঘটনাস্থল বা ঘটনার জায়গায় পৌঁছেছিলেন। তাঁর অফিস থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ছিল ২.৫ কিলোমিটার।

১৪. অতএব, একদিকে, এই মামলায়, একই অফিসার বলেছেন যে তিনি প্রায় ১:৩০ পিএম সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন এবং এএসআই বলেছেন যে তিনি ৩:০০ পিএম পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছিলেন। ডিএসপি অন্য একটি মামলার সাথে সম্পর্কিত বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ওই তদন্তের ঘটনাস্থলে প্রায় ১২:২০ পিএম সময় পৌঁছেছিলেন এবং ২:৩০ পিএম পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সুতরাং, যুক্তি হল যে, প্রমাণ থেকে, ডিএসপি একই সময়ে দুটি আলাদা স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে প্রসিকিউশন মামলাটিকে সন্দেহজনক করে তোলে, এবং সন্দেহের সুবিধা যেকোনো মূল্যে আসামীকে দেওয়া উচিত।

১৫. ধারা ৫০ লঙ্ঘনের যুক্তি সম্পর্কে এটি অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে। পিডব্লিউ ৬, এএসআই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ বলেছেঃ

আসামির ব্যক্তিগত অনুসন্ধান মহিলার কনস্টেবল দ্বারা জীপের ছায়ায় পরিচালিত হয়েছিল। আমি মনে করতে পারি না... আমি মনে করতে পারি না যে কোন দিক থেকে জীপের নিচে আসামির ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পরিচালিত হয়েছিল। মহিলার কনস্টেবল একাই আসামিকে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি মনে করতে পারি না, ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সময় জীপের চালক জীপে ছিল কিনা।

১৬. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী, দিলীপ(উপরক্ত) মামলার এই আদালতের/রায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেখানে, দুইজন বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১৬. এই ক্ষেত্রে, স্কুটার ১-এর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ৫০ ধারার বিধানগুলি মেনে চলার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে আবেদনকারীদের মধ্যে' পি 'ব্যক্তিরও তল্লাশি চালানো হয়েছিল এই বিষয়টি মাথায় রেখে, পিডব্লিউ ১০-এর পক্ষ থেকে উক্ত বিধানগুলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল। এটি করা হয়নি।"

১৭. এস. কে. রাজু (উপরক্ত) মামলায় তিনজন বিজ্ঞ বিচারপতির বেঞ্চের দেওয়া এই আদালতের রায়টি আমরা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করছি। সেখানে আদালত দিলীপ (উপরক্ত) মামলার রায়টি উল্লেখ করে এবং তারপরে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ

> "আটক ব্যক্তির কাছ থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধার করা হোক বা না হোক, যত তাড়াতাড়ি ব্যক্তির অনুসন্ধান করা হয় তত তাড়াতাড়ি ধারা ৫০-এর বাধ্যতামূলক সম্মতির প্রয়োজনীয়তা আকৃষ্ট হয়।"

১৮. উক্ত মামলায়, আদালত বলেছিল যে ৫০ ধারার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়েছে। যাইহোক, আমরা রায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত ১ এন দিলীপ(উপরক্ত) প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা স্পর্শ করে তিনজন বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত রায়ের আকারে একটি পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য করি।

১৯. বলজিন্দর সিং(উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও ৫০ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা প্রসঙ্গে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে।

২০. এই মামলায় গাড়ি থেকে ৩৪ কেজি ওজনের ৭ বস্তা পোস্তদানা পাওয়া গেছে। তাদের গ্রেপ্তারের পরে অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত তল্লাশি চালানো হয়েছিল যার ফলে কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধার করা যায়নি। হাইকোর্ট ৫০ ধারা লঙ্ঘন করেছে কারণ অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত তল্লাশি ম্যাজিস্ট্রেট/গেজেটেড অফিসারের সামনে পরিচালিত হয়নি এবং উত্তরদাতার দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করে দিয়েছে। এই আদালত, বলজিন্দর সিং (উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রে, সংবিধান বেঞ্চ এন বলদেব সিং (উপরক্ত) দ্বারা নির্ধারিত আইন বিবেচনা করতে গিয়েছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১৬. সংবিধান বেঞ্চের রায়ের অনুচ্ছেদ ৫৭-এ বালদেব সিং [*পাঞ্জাব রাজ্য বনাম বালদেব সিং*, (১৯৯৯) ৬ এসসিসি ১৭২: ১৯৯৯ এসসিসি (ক্রি) ১০৮০]-এ রেকর্ড করা উপসংহার (৩) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে দণ্ডনিষেধ শুধুমাত্র অবৈধ

একটি সামগ্রী যা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী ধারা ৫০-এর প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে উদ্ধার করা হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তবে যদি রেকর্ডে অন্য প্রমাণ থাকে, তবে সে ধরনের উপাদান অবশ্যই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১৭. এই ক্ষেত্রে, আসামির ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে কোনো মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়নি। এমনকি যদি কোন উদ্ধার ঘটে থাকে, তবে এটি ধারা ৫০ এর প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ না করার কারণে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। তবে, যেহেতু গাড়ির অনুসন্ধান এবং তার সাথে সম্পর্কিত মাদকদ্রব্যের উদ্ধারের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অনুসন্ধান সংক্রান্ত ধারা ৫০-এর অমিল থাকার কারণে গাড়ির অনুসন্ধান থেকে উদ্ধারিত প্রভাবটি অবৈধ করতে কোনো সুবিধা দেয়া যায় না। এমন ধারণা সরাসরি উপসংহার (৩)-এর বিরুদ্ধে হবে, যেটি উপরক্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. এই আদালতের দিলীপ মামলার রায় [*দিলীপ বনাম এম.পি. রাজ্য*, (২০০৭) ১ এসসিসি ৪৫০ : (২০০৭) ১ এসসিসি (ক্রি) ৩৭৭], তবে, উপরক্ত আলোচনা করা পার্থক্যটি উল্লেখ করেনি এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত ধারা ৫০-এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ না হওয়ার কারণে গাড়ি থেকে উদ্ধারের ব্যাপারেও আসামীকে সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের মতে, এই আদালতের ওই রায়ে দিলীপ মামলায় [*দিলীপ বনাম এম.পি. রাজ্য*, (২০০৭) ১ এসসিসি ৪৫০ : (২০০৭) ১ এসসিসি (ক্রি) ৩৭৭] সিদ্ধান্তটি সঠিক নয় এবং এটি এই আদালতের বালদেব সিং [*পাঞ্জাব রাজ্য বনাম বালদেব সিং*, (১৯৯৯) ৬ এসসিসি ১৭২ : ১৯৯৯ এসসিসি (ক্রি) ১০৮০] এবং অন্যান্য রায়ের সাথে বিরোধী।

২১. তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়কে বিবেচনা করে, যা সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করে, অর্থাৎ, ১৬ অনুচ্ছেদে আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত দিলীপ (উপরক্ত) নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা উপলব্ধ নাও হতে পারে। যেমনটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, এস কে রাজু (উপরক্ত)-তে এই আদালতের অন্য তিন বিচারকের বেঞ্চের রায়ে যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা আমরা অবহেলা করি না। রাজু (উপরক্ত), যা মনে হয়, বেঞ্চের নজরে আনা হয়নি যা পরে বলজিন্দর সিং (উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রে মামলার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে আমরা লক্ষ্য করি যে পরবর্তী সিদ্ধান্তটি বলদেব সিং (উপরক্ত)-এর সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, এটি এমন কোনও ঘটনা নয় যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। যে ব্যাগটির জন্য এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে সেই ব্যাগ থেকে পুনরুদ্ধার কার্যকর করা হয়েছিল যে আইনের ৫০ ধারা মেনে চলার প্রয়োজন নেই।

২২. বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর উপস্থাপন না করার অভিযোগ, জিতেন্দ্র (উপরক্ত)-তে এই আদালতের রায় থেকে উদ্ভূত এই আদালতের মামলা আইনের উপর ভিত্তি করে। জিতেন্দ্র (উপরক্ত) থেকে শুরু করে মামলা আইনটি জরিপ করা প্রয়োজন। উক্ত মামলায়, কিছু তথ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পুনরুদ্ধারের জন্য পঞ্চ সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়েছিল। তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পিডব্লিউ ৭, পিডব্লিউ ৮ এবং পিডব্লিউ ৬ ছাড়াও, পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বাধীন সাক্ষী পাওয়া যায়নি। ৬ অনুচ্ছেদটি নির্ধারণ করা উপযুক্ত। এটি নিম্নরূপঃ

> ৬. আমাদের দৃষ্টিতে, হাইকোর্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে তা টেকসই নয়। বিচারে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল যে অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে চরস ও গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সর্বোত্তম প্রমাণ হ 'ল বাজেয়াপ্ত সামগ্রী যা বিচারের সময় উপস্থাপন করা উচিত ছিল এবং বস্তুগত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল। সেগুলি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ার কোনও ব্যাখ্যা নেই। তাদের বৈশিষ্ট্য এবং পঞ্চনামা উপস্থাপনের বিষয়ে কেবল মৌখিক প্রমাণ প্রসিকিউশনের উপর থাকা ভারী বোঝা বহন করে না, বিশেষত যেখানে অপরাধটি এনডিপিএস আইনের অধীনে কঠোর সাজা দিয়ে শাস্তিযোগ্য। এই ক্ষেত্রে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পঞ্চরা শত্রুতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাই পঞ্চনামা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের লেখা একটি নথি ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রসসেক্সামিনেশনে প্রতিরক্ষা পক্ষ যে পরামর্শ দিয়েছে তা লক্ষ্য করার যোগ্য। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, বাড়ির বাড়িওয়ালা পুলিশের সঙ্গে মিলে অভিযুক্তদের যে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল। অবশেষে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে তদন্তকারী আধিকারিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে, পঞ্চ সাক্ষীরা শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তদন্তকারী আধিকারিকের জেরা না করা এবং বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্যের উপস্থাপনা না করা সত্ত্বেও, এনডিপিএস আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এখনও সুদূরপ্রসারী।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩. আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সিদ্ধান্তটি অশোক ওরফে ডাংরা জয়সওয়ালের (উপরক্ত) র রায়ে অনুসরণ করা হয়েছিল। এতে, আদালত উল্লেখ করেছে, বাজেয়াপ্ত সাক্ষী প্রতিকূল হয়ে যাওয়া ছাড়াও, যা একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা হয়নি, কিছু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যা ১০ এবং ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

" ১০. অভিযোগিত মাদকদ্রব্যটি ৮-৩-২০০৫ তারিখে রাত ১১:৪৫-এ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের নমুনাগুলি ১০-৩-২০০৫ তারিখে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল খসড়া, এক্সটেনশন পি-৩১। তবে, ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো নমুনাগুলি ওই দিন ফরেনসিক ল্যাবে জমা দেওয়া হয়নি, বরং খসড়ায় কিছু ভুল বা খসড়া সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকার কারণে ১২-৩-২০০৫ তারিখে পুলিশ স্টেশনে ফিরে এসেছিল। নমুনাগুলি ১৪-৩-২০০৫ তারিখে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়, খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর এবং ওই দিন নমুনাগুলি ফরেনসিক ল্যাবে গ্রহণ করা হয়। ৮-৩-২০০৫ তারিখের রাতের সময় থেকে ১৪-৩-২০০৫ তারিখে ফরেনসিক ল্যাবে জমা দেওয়া পর্যন্ত, এটি স্পষ্ট নয় যে নমুনাগুলি কোথায় রাখা হয়েছিল বা কতজন ব্যক্তি এগুলি পরিচালনা করেছেন এবং কীভাবে।

১১. এফএসএল রিপোর্ট আসে ২১-৩-২০০৫-এ, এবং সেই ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩১-এ চার্জশিট জমা দেয়-৩-২০০৫, কিন্তু আবেদনকারী সহ অভিযুক্তের কাছ থেকে যে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা প্রায় দুই মাস পরে ২৮-৫-২০০৫-এ মালখানায় জমা করা হয়। এদিকে বাজেয়াপ্ত পদার্থটি কোথায় রাখা হয়েছিল তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

২৪. এরপরেই আদালত উল্লেখ করে যে, শেষ কিন্তু অন্তত নয়, মাদকদ্রব্য পাউডারটি কখনই ট্রায়াল কোর্টে একটি উপাদান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়নি এবং আবার এটি উপস্থাপন না করার জন্য কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এটি পাওয়া গেছে যে আবেদনকারী বা অন্যান্য অভিযুক্তের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা পদার্থের সাথে ফরেনসিক রিপোর্টকে যুক্ত করার কোনও প্রমাণ নেই (১২ অনুচ্ছেদ দেখুন)। এই পরিস্থিতিতে আদালত জিতেন্দ্র (উপরক্ত) মামলায় এই আদালতের রায় থেকে সমর্থন পেয়েছিল। আবেদনকারী এই মামলার তথ্যে এমন কোনও তথ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি যা ১০ এবং ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অন্ততপক্ষে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী এই লাইনে কিছুই অনুরোধ করেননি।

২৫. পরবর্তী রায় যা লক্ষ্য করা হবে তা হল বিজয় জৈন বনাম এম.পি. রাজ্য[৮]। প্রথম যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি তা হল যে মাদকদ্রব্য উত্পাদন না হওয়ার বিষয়টি বিচারিক আদালতে উত্থাপন করা হয়েছিল (প্যারাগ্রাফ ৫ দেখুন)। এটি একটি এমন মামলা ছিল যেখানে একটি সুটকেস উত্পাদিত হয়েছিল যা অভিযোগিত মাদকদ্রব্য ধারণ করে বলে দাবি করা হয়েছিল। সুটকেস সম্পর্কে, পিডব্লিউ১১ এর সাক্ষ্য বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

---

[৮](২০১৩) ১৪ এসসিসি ৫২৭

আদালতের সামনে একমাত্র প্রমাণ ছিল যে সুটকেসে শুধুমাত্র একটি বড় প্যাক ছিল যা কাপড়ে মোড়ানো ছিল, এবং কাপড়টি ফেটে গিয়েছিল, যার মধ্যে নীল রঙের প্লাস্টিকের পলিথিন ছিল, যাতে কাপড় ছিল। পিডব্লিউ১১-এর সাক্ষ্য সুটকেসে কোনো ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়নি তা প্রকাশ করেনি। সন্দেহ নেই, আদালত দুটি নমুনা প্রস্তুত করার কথা উল্লেখ করেছে। এরপর আদালত লক্ষ্য করেছে যে পিডব্লিউ৩ আদালতে বলেছিল যে সেগুলি তার উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়নি। পিডব্লিউ২ বলেছিল যে সাক্ষীদের সেই স্থানে নেওয়া হয়নি যেখানে সামগ্রী জব্দ করা হয়েছিল। গোরাখ নাথ প্রসাদ (সুপ্রা) মামলায়, আদালত লক্ষ্য করেছে যে উদ্ধারকৃত গাঁজা বা উদ্ধারের সময় নেওয়া নমুনা উপস্থাপন করা হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা পিডব্লিউ৭ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সীলমোহর করা সামগ্রীতে কোনো এমআর নম্বর ছিল না। তিনি এছাড়াও নিশ্চিত ছিলেন না যে উদ্ধারকৃত সামগ্রী মালখানায় রাখা হয়েছে কিনা এবং বলেছিলেন যে এটি আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। অনুসন্ধান এবং জব্দের বিষয়ে স্বাধীন সাক্ষী, পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৩, বিপরীত সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই অবস্থায়, আদালত মনে করেছে যে উদ্ধারকৃত সামগ্রী উপস্থাপন না করা হওয়ায় এটি প্রসিকিউশনের মামলার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। এরপর আদালত আশোক (সুপ্রা) মামলার রায়ের উল্লেখ করে, যা জিতেন্দ্রা(সুপ্রা) অনুসরণ করেছিল। অবশেষে, আমরা লক্ষ্য করি যে এই আদালতের রায় মোহিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায়। এটি তিনজন শিক্ষিত বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত রায় ছিল। এটি একটি মামলা ছিল যেখানে বিচারিক আদালত অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছিল, লক্ষ্য করে যে, অন্যদের মধ্যে, কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ প্রমাণিত হয়নি যা দেখাতে পারে যে মামলার সম্পত্তি আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাইকোর্ট এরপর খালাসটি উল্টে দিয়েছিল এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। এই আদালত এই মামলার পরিস্থিতিতে কী বলেছিল তা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণঃ

> " ১০. অভিযুক্ত থেকে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের উত্পাদন সম্পর্কিত যে যুক্তি, সে সম্পর্কে তার সাক্ষ্যে, হরভজন সিং (পিডব্লিউ ৩) বলেছিলেন যে ১-৫-১৯৯৮ তারিখে তিনি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, লুধিয়ানার সামনে সীলযুক্ত নমুনা পার্সেল এবং মামলার সম্পত্তি পার্সেল উত্পাদন করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেন যে সীলগুলি নমুনা ছাপের সাথে মেলে। হরভজন সিং (পিডব্লিউ ৩) আরও বলেছিলেন যে, আদালত থেকে নমুনা এবং পার্সেল ফেরত আসার পর, তিনি সেগুলি ১-৫-১৯৯৮ তারিখেই মালখানায় জমা দেন। বালদেব সিং (পিডব্লিউ ৫), তৎকালীন মালখানা ইনচার্জ, মৌখিকভাবে মাদকদ্রব্য মালখানায় জমা দেওয়ার কথা বললেও, তিনি মালখানায় সংরক্ষিত রেজিস্টার নং ১৯ উপস্থাপন করেননি, যাতে মামলার সম্পত্তি মালখানায় জমা দেওয়ার প্রাসঙ্গিক এন্ট্রি প্রদর্শিত হয়।

---

[৯](২০১৮) ১৮ এসসিসি ৫৪০

মালখানার কাছে অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ দ্রব্য জমা দেওয়ার বিষয়ে হরভজন সিং (পিডব্লিউ ৩) এবং বলদেব সিং (পিডব্লিউ ৫)-এর মৌখিক প্রমাণ ডকুমেন্টারি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়, যথা, রেজিস্টার নং ১৯-এ এন্ট্রি।

১১. জোগিন্দর সিং (পিডব্লিউ ২) এবং হরভজন সিং (পিডব্লিউ ৩)-এর মৌখিক সাক্ষ্য উল্লেখ করার পর, বিচার আদালত তার রায়ের ১৪ নং অনুচ্ছেদে এই সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করেছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিষিদ্ধ দ্রব্য উপস্থাপন প্রমাণ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কোনও আদেশ ফাইলটিতে উপলব্ধ ছিল না। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করার পরে, বিচার আদালত বলেছিল যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলার সম্পত্তি উপস্থাপন সম্পর্কিত মৌখিক প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং গ্রহণযোগ্য নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অনুপস্থিতিতে যে অভিযুক্তের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ দ্রব্যটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল, মৌখিক প্রমাণ বলে যে নিষিদ্ধ দ্রব্যটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল তা দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না।

২৬. পরিশেষে, এতে করা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ১২ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাও প্রয়োজন। এটি প্রাসঙ্গিকতা ধরে নেবে, যা নিম্নরূপঃ

"১২. এন. ডি. পি. এস আইনের অধীনে অপরাধ প্রমাণের জন্য, অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ পণ্যের পরিমাণ প্রসিকিউশনের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিষিদ্ধ পণ্যের উপস্থাপনা এবং মালখানার সামনে জমা দেওয়া বা নিষিদ্ধ পণ্য ধ্বংসের নথি সম্পর্কে আদালতের রেকর্ডগুলি সর্বোত্তম প্রমাণ হবে।"

২৭. আইনের অধীনে প্রযোজ্য সঠিক বিধান নির্ধারণের জন্য, অর্থাৎ, অপরাধটি বাণিজ্যিক পরিমাণ বা অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পর্কিত কিনা, প্রয়োজন হতে পারে।

২৮. এই মামলার তথ্যে আমরা অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছি। ট্রায়াল কোর্টের সামনে নিষিদ্ধ জিনিসগুলি উপস্থাপন না করার বিষয়ে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে তা দেখা যায় না। তবে আমরা সাহি রামের (উপরক্ত) এই আদালতের রায়টিও উল্লেখ করতে পারি। এটি এমন একটি মামলা ছিল যেখানে গাড়িটি তল্লাশি করা হয়েছিল, যার সময় চালকের আসনের পিছনে মোট ওজন ২৩৩ কেজি, পোস্তের খড়ের ৭ টি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল। উত্তরদাতার আপিলের মধ্যে হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছিল যে শুধুমাত্র ২টি নমুনা প্যাকেট এবং ২.৫ কেজি ওজনের একটি পপি স্ট্রা ব্যাগ উত্পাদিত হয়েছিল, এবং আমরা যেসব মামলা উল্লেখ করেছি তার উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতাকে খালাস দেয়া হয়েছিল।

আদালত জিতেন্দ্রফসুপ্রায় রায়ের ৯ অনুচ্ছেদটিও উল্লেখ করেছে) যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, সমস্ত পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে, অভিযোগটি বাড়িতে আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আদালত মহিন্দর সিং (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়টিও উল্লেখ করেছে।

২৯. আদালত সাহি রাম (উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রেও রায় দেয় যে যদি বাজেয়াপ্তকরণ অন্যথায় রেকর্ডে প্রমাণিত হয় এবং এটি এমনকি সন্দেহ বা বিতর্কিত না হয়, তবে এটি আদালতের সামনে রাখার দরকার নেই। আদালত আরও বলে যে যদি বাজেয়াপ্তকরণ ১ গুলি অন্যথায় প্রমাণিত হয় যা প্রমাণ করা প্রয়োজন তা হল যে কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য থেকে নেওয়া নমুনাগুলি অক্ষত রাখা হয়। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১৫. এটি সত্য যে উপরের উল্লেখিত সব মামলাতেই অভিযুক্ত পক্ষ থেকে এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে মাদকদ্রব্য আদালতে উপস্থাপন না করার কারণে অভিযুক্তকে খালাস দেয়া উচিত। তবে, উপরের উল্লেখিত কোন মামলাতেই এই যুক্তি এককভাবে আদালতের সামনে এমন গুরুত্ব পায়নি যে শুধুমাত্র সেই কারণে অভিযুক্তকে খালাস দেয়া হবে। যেমনটি এই আদালতের সিদ্ধান্তে জিতেন্দ্র [জিতেন্দ্র বনাম ম.প. রাজ্য, (২০০৪) ১০ এসসিসি ৫৬২: ২০০৪ এসসিসি (ক্রি) ২০২৮] থেকে স্পষ্ট, উপরিউক্ত যুক্তির পাশাপাশি অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিও আদালতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা সিদ্ধান্তের প্যারাগ্রাফ ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
>
> একইভাবে, আশোক [আশোক বনাম ম.প. রাজ্য, (২০১১) ৫ এসসিসি ১২৩ : (২০১১) ২ এসসিসি (ক্রি) ৫৪৭] মামলায়, যেখানে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য কোথায় রাখা হয়েছিল তার কোন ব্যাখ্যা ছিল না (প্যারা ১১) এবং আরও একটি বিষয় ছিল যে, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের সাথে ফরেনসিক রিপোর্টের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কোন প্রমাণ ছিল না (প্যারা ১২), যা অভিযুক্তের পক্ষে সন্দেহের সুবিধা প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। একইভাবে, বিজয় জৈন [বিজয় জৈন বনাম ম.প. রাজ্য, (২০১৩) ১৪ এসসিসি ৫২৭ : (২০১৪) ৪ এসসিসি (ক্রি) ২৭৬] মামলায়, যেখানে রেকর্ডকৃত প্রমাণে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে মালামালটি অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে, তা ছিল একটি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি। সর্বশেষ এই আদালতের সিদ্ধান্তে বিজয় পান্ডে [বিজয় পান্ডে বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, (২০১৯) ১৮ এসসিসি ২১৫ : ২০১৯ এসসিসি অনলাইন এসসি ৯৪২] মামলায়, আবার, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের সাথে ফরেনসিক রিপোর্টের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কোন প্রমাণ ছিল না, যা খালাসের সুবিধা প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৬. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্তেই, আদালতের সামনে নিষিদ্ধ সামগ্রী পেশ না করা এককভাবে খালাসের সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি।

XXXXX XXXXX XXXXX

১৮. যদি বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীটি অন্যথায় রেকর্ডে প্রমাণিত হয় এবং এমনকি সন্দেহ বা বিতর্কিত না হয়, তবে পুরো নিষিদ্ধ সামগ্রীটি আদালতে পেশ করার দরকার নেই। যদি বাজেয়াপ্তকরণটি অন্যথায় সন্দেহের মধ্যে না থাকে, তবে পুরো উপাদানটি আদালতে হাজির করার কোনও প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও উপাদানটি এতটাই ভারী হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ বর্তমান উপাদান যখন সেই ৭ টি ব্যাগের ওজন ২২৩ কেজি হয় যে আদালতের সামনে পুরো বাল্কটি উপস্থাপন করা সম্ভব এবং সম্ভব নাও হতে পারে। যদি বাজেয়াপ্তকরণ অন্যথায় প্রমাণিত হয়, তবে যা প্রমাণ করা প্রয়োজন তা হল এই যে নিষিদ্ধ সামগ্রী থেকে নেওয়া নমুনাগুলি অক্ষত রাখা হয়েছিল, যখন নমুনাগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল তখন সিলগুলি অক্ষত ছিল, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনে নিষিদ্ধ সামগ্রীর শক্তি, প্রকৃতি এবং গুণমান দেখা যায় এবং এই জাতীয় উপাদানের উপর ভিত্তি করে, অপরাধ গঠনকারী প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তৈরি করা হয়।

৩০. এই মামলার তথ্যে, কোনও সন্দেহ নেই যে নিষিদ্ধ বস্তুটির ওজন ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম। বিচার আদালতের রায় পর্যালোচনার ফলে মনে হয় না যে আপিলকারী ট্রায়াল কোর্টের সামনে নিষিদ্ধ দ্রব্য উপস্থাপন না করার বিষয়ে যুক্তি নিয়েছিলেন। এই যুক্তিটি হাইকোর্টের সামনে নেওয়া হিসাবে দেখা যায় না। এটি এমন একটি মামলা যেখানে নমুনাটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। সিলের সাথে কারচুপি সম্পর্কিত কোনও যুক্তি নেই। আমরা আরও লক্ষ্য করি যে তদন্তকারী আধিকারিকের (পিডব্লিউ ৭) জবানবন্দিতে তিনি নিম্নরূপ বলেছেন।

"মামলার সম্পত্তি হল প্রদর্শনী পিএল, নমুনা প্রদর্শনী পি২, নমুনা সিল হল প্রদর্শনী পি৩ এবং যে ব্যাগে আদালতে উপস্থিত অভিযুক্তের দখল থেকে মামলার সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছিল তা হল প্রদর্শনী পি৪।"

৩১. এই মামলার তথ্যে, আপিলকারীর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।

৩২. পরবর্তী বিষয়টি, যা আমরা বিবেচনা করি, তা হল, দুটি আদালত দ্বারা অভিযুক্তের দণ্ড প্রদান স্বাধীন সাক্ষীদের তদন্ত, বাজেয়াপ্তি এবং উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত না থাকার কারণে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কিনা।

আমরা প্রমাণগুলি লক্ষ্য করেছি যা আবেদনকারী এই বিষয়ে বিতর্কিত রায়ের সমালোচনা করার জন্য উল্লেখ করেছেন। দুটি আদালত রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আস্থা প্রকাশ করেছে। তদন্ত কর্মকর্তা-পিডব্লিউ ৭, যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন নিম্নরূপ বলেছেঃ

> ".....অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার সময়, জনসাধারণের কেউ উপস্থিত ছিল না। দোকান ছিল, তবে কোনো আবাসিক বাড়ি ছিল না। আবাসিক কলোনি কিছুটা দূরে। এলাকা থেকে কোনো মহিলাকে ডাকা হয়নি। কিছু সন্মানিত ব্যক্তিদের ডাকার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি ঐ ব্যক্তিদের নাম মনে করতে পারি না। প্রম সিং, রাজা রাম এর পুত্র, কাহরি; সুনীল, রাম মেহের এর পুত্র, পানিপাট; গুশন কুমার, গৈন্দা রাম এর পুত্র, ৮ মারলা কলোনি, পানিপাট, তাদের ডাকা হয়েছিল। সময় প্রায় ২টা। ডিএসপি এসেছিলেন। উপরিউক্ত ব্যক্তিরা ৫-১০ মিনিট আমাদের সাথে ছিলেন। তারা তাদের অক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন এমনভাবে যে আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করিনি। কোনো দোকানদারকে ডাকা হয়নি।

৩৩. এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি না যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফেরত দেওয়া অপরাধের রায় উল্টে দেওয়ার জন্য কোনও মামলা করা হয়েছে।

৩৪. উপরক্ত উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, যদিও ডিএসপি উপস্থিত ছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়, অন্য মামলায় ডিএসপি-র সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিডব্লিউ ৭ দ্বারা ডাকা হয়েছিল, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যাগটি অনুসন্ধানের পরে নিষিদ্ধ জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং বলজিন্দর সিং (উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তা মাথায় রেখে আমরা আপিলকারীর যুক্তিতে যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

৩৫. সবশেষে, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী এই মামলায় একটি তীব্র আবেদন করেছিলেন যে, যদি তাঁর যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে আদালত নির্দেশ দিতে পারে যে আপিলকারী হরিয়ানা রাজ্যে আর কারাবাস ভোগ করতে পারবেন না, তবে তাকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের কারাগারে রাখা হয়েছে বলে বিবেচনা করতে পারেন যেখানে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে তার যোগাযোগ থাকবে। এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা যথাযথ ত্রাণ চাওয়ার জন্য আপিলকারীর উপর ছেড়ে দিই। একই বিষয় সাপেক্ষে, আপিল খারিজ হয়ে যায়। যেহেতু আপিলকারী জামিনে রয়েছেন, তাই তার জামিন বন্ড বাতিল হয়ে যাবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu